দৈনিক বাংলা

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 10 JAN 1989
পৃষ্ঠা 1 কলাম 5

87

৬৬

দাঁত পড়ে গেলে কিংবা উচ্চতায় বেশি হলে স্কুলে ভর্তি করা যাবে না

(স্টাফ রিপোর্টার)

স্কুলে সন্তানের ভর্তি নিয়ে রাজধানীর অভিভাবকরা এখন দিশেহারা। সন্তানের জন্য একটি আসন লাভের আশায় অভিভাবকরা হন্যে হয়ে ছুটছেন এক স্কুল থেকে অন্য স্কুলে। তবে ভর্তি পরীক্ষা নামের এই নির্মম প্রতিযোগিতায় অধিকাংশ অভিভাবক হেরে যাচ্ছেন।

গতকাল গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা হয়েছে। মাত্র ৮০টি আসনের জন্য পরীক্ষা দিয়েছে এগারশ ছাত্র। ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরী স্কুলে মাত্র ৭০টি আসনে গতকাল পরীক্ষা দিয়েছে ৫শ ছাত্র-ছাত্রী।

ভাল স্কুলগুলোতে আসন সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু প্রার্থীর সংখ্যা অনেক। স্কুলগুলোতে আসলে পরীক্ষা যেগুলো হচ্ছে তা ছাত্রছাত্রীদের যেন বাদ দেয়ার জন্যই। হতাশাগ্রস্ত এক অভিভাবকের মন্তব্য: স্কুলে যে পরীক্ষা হচ্ছে তা 'এডমিশন টেস্ট নয়—এলিমিনেশন টেস্ট।'

যে যেভাবে পরামর্শ দেন অভিভাবকরা সন্তানের ভর্তির জন্যে তাদের সেভাবেই তৈরী করছেন। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষও ছেলে-

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

ভর্তি করা যাবে না

(১-এর পৃঃ পর)

মেয়েদের বাদ দেয়ার জন্যে নতুন নতুন নিয়ম চালু করছেন। রাজধানীর নামীদামী স্কুলগুলোতে এখন ভর্তির ক্ষেত্রে অদ্ভুত কিছু নিয়ম চালু হয়েছে।

এসব অদ্ভুত নিয়মের মধ্যে রয়েছে দাঁত পড়ে গেলে কিংবা উচ্চতায় বেশি হলে ছেলেমেয়েদের ভর্তি করা হবে না। কোন স্কুলে আবার চালু হয়েছে যেসব ছাত্রছাত্রী সবগুলো প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেবে তাদের নেয়া হবে না। স্কুলগুলোতে ডাক্তারী পরীক্ষার মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের কোন খুঁত আছে কিনা তাও দেখা হয়। আমরা জানতে পেরেছি, টেরা চোখ, রং কালো, হাত পায়ে কিছুটা সমস্যা আছে এমন ছেলেমেয়েদের বাদ দেয়া হচ্ছে।

হলিক্রস স্কুলে যেসব মেয়ের একটি বা দুটি দাঁত পড়ে গেছে তাদের বাদ দেয়া হয়েছে। শান্তিনগর এলাকার জনাব আনাম জানান তার মেয়ে পরীক্ষায় ভাল করেছে। কিন্তু একটি দাঁত পড়ে যাওয়ায়